দৈনিক
ইত্তেফাক

OCT. 1 4 2006
পৃঃ ৮ কলাম 2

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে
সশস্ত্র হামলায় একজন গুরুতর জখম

॥ রংপুর সংবাদদাতা ॥

রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের 'গম রোকেয়া ছাত্রী হলে বৃহস্পতিবার গভীর তে একদল বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীর হামলায় উলি (২১) নাম্নী এক ছাত্রী আহত হওয়ার নায় আতংকিত ছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে গেছে। না তদন্তে ড. হাফিজুর রহমান সেলিমকে হবায়ক ও অধ্যাপক ফিরোজুর রহমান, অধ্যাপক ঃ ইব্রাহীম, অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা ও হমেদ হুমায়ুনকে সদস্য করে তদন্ত কমিটি গঠন া হয়েছে। প্রকাশ, উক্ত হলের তিনতলায় দল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বিভিন্ন রুমের দরজা ভাঙ্গার ষ্টা করে। এ সময় হলের আবাসিক ছাত্রী শিউলি কার বাথরুমে যাচ্ছিলেন। শিউলি চিৎকার লে সন্ত্রাসীরা তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাত করে। এতে তার বাম হাতের কব্জিসহ য়কটি শিরা কেটে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা রা কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় ্য কক্ষের ছাত্রীরা জেগে ওঠে আত্মরক্ষার জন্য ৪০ মিনিট ধরে চিৎকার করলেও নাইট গার্ড বা সহকারী হল সুপারের সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষে অসহায় ছাত্রীরা সাহায্য প্রার্থনা করে াদের হলে তাদের সহপাঠিদের কাছে বাইলে বিষয়টি জানালে কয়েকজন শিক্ষক ও দল বেঁধে বেগম রোকেয়া ছাত্রী হলে এলে সীরা পালিয়ে যায়। সহকারী হল সুপার াষক শাহানা শামসুদ্দিন জানান, প্রচণ্ড বৃষ্টির ণে তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারেননি। কে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, লির হাতের কব্জির শিরা কেটে যাওয়ায় প্রচুর ্রতে অস্ত্রোপচার করা হয়।

উল্লেখ্য, উক্ত কলেজ ক্যাম্পাসের তিনটি ছাত্রী হলে প্রায় ১২শ' ছাত্রী গত এক বছর ধ নিরাপত্তাহীনতার মাঝে বসবাস করছে। গত মাসে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রী হলে দি দফা এবং বেগম রোকেয়া হলে সর্বশে বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা নিয়ে তিন দফা স হামলার ঘটনা ঘটে।

ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, এ নিয়ে কলেজ হল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অভিযোগ করে কোন কাজ হয়নি। হামলাকারীরা প্রতি ক্ষেত্রে গভীর রাতে হলে প্রবেশ করে অস্ত্রের মু ছাত্রীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকা ছিনিয়ে নেয়। সন্ত্রাসীরা সেপ্টেম্বরে বেগম রোকে ছাত্রী হলের ডাইনিং রুমের সব জিনিসপত্র নি চলে যায়। জুলাই মাসের শেষে একইভাবে ও ছাত্রী হলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করলে ছাত্রী প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালিয়ে যায় ছাত্রীদের অভিযোগ, ছাত্রী হলগুলোর চারদিকে পর্যাপ্ত আলো নেই, নাইট গার্ডরা ঠিকমত দায়ি পালন করে না। এসব কারণে একের প হলগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটছে। একে পর এক এসব ঘটনা ঘটলেও কলেজ কিংবা হ সুপার আজ পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ দায়ে করেনি। তাই অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ায় তার আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

ছাত্রী হলে নিরাপত্তাহীনতার কথা স্বীকা করেছেন বেগম রোকেয়া ছাত্রী হলের সহকারী হল সুপার প্রভাষক শাহানা শামসুদ্দিন কোতয়ালী থানা পুলিশ জানায়, তারা এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করতে বললে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দেয়নি। অধ্যক্ষ মুহাঃ নূরুন-নবী চৌধুরী বলেন, প্রায় ১৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এই কলেজ ক্যাম্পাসে একটি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা অতি জরুরী।